বেঙ্গল

অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লি

আয়োজিত

দক্ষিণ দিল্লি বইমেলা

১১-১৩ নভেম্বর, ২০২২

স্থান

দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ি

পালাম মার্গ

সেক্টর ৭, রামকৃষ্ণপুরম

নিউ দিল্লি - ১১০০২২

✣ সুধীজন স্বাগত ✣

An Online News Bulletin for Preservation and Promotion of Bengali Language and Culture. An initiative of the Bengal Association, Delhi

Date of publishing - 5th November '2022

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ-২৩

ASSOCIATION SAMBAD

November - 2022 Volume 23 No.12

If undelivered please return to
Bengal Association, Banga Sanskriti Bhawan,
18-19, Bhai Veer Singh Marg,
Gole Market, New Delhi - 110001Tel. 23344808
E.mail :
bengalassociation1819@gmail.com

www.bengalassociation.com

সম্পাদকের কলমে

অনেকদিন পরে আবার, বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় লক্ষাধিক বাঙালি পরিবার খুশির জোয়ারে ভেসে উঠেছিল। চারদিনের এই প্রধান উৎসবের ঘনঘটায় দশমীর দিন এলেই আট থেকে আশি আমাদের সবার হৃদয়ে বিষাদের সুর নেমে আসে। এত আনন্দ, আয়োজন সবই যেন বৃথা লাগে। এমনকি পূজার আগে যে ঢাকে কাঠি পড়লে আমাদের মন এক অনাবিল আনন্দে ভেসে উঠত, সেই ঢাকের কাঠিতেও শুনতে পাই বিসর্জনের সুর। প্রতি বছরের মতো এবারেও দিল্লির বিভিন্ন মণ্ডপে বিবাহিত মহিলারা, বড় আদরের উমা মা'কে চারদিকে প্রদক্ষিণ করে কপালে সিঁদুর ছুঁইয়ে, মিষ্টি মুখ করিয়ে বরণ করে কৈলাশ যাত্রার উদ্দেশ্যে বিদায় জানিয়েছেন। মায়ের সিঁথি ছোঁয়া সেই সিঁদুর মঙ্গলের এবং সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে একে অন্যের সিঁথিতে পরিয়ে দিয়ে, রীতি মেনে সিঁদুর খেলার আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছিলেন মহিলারা। প্রতিমা নিরঞ্জনের সাথে আবার নতুন করে শুরু হয়ে যায় উমা মায়ের ঘরে ফেরার প্রতীক্ষা।

দৈনন্দিন কাজকর্ম আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসতেই শুরু হয়ে যায় দীপাবলি, আলোর উৎসব। যদিও বহু যুগের ওপার থেকে, বাঙালির চিরাচরিত বারো মাসের তেরো পার্বণের বিবরণীতে, দুর্গাপূজার পর আমরা কেবল তন্ত্র অনুসারে মা কালির আরাধনা করে থাকি বিভিন্ন রূপে। বহু মন্দিরে, বারোয়ারি পুজোয় বা অনেক গৃহস্থের বাড়িতে কালীমাতা পূজিত হন ব্রহ্মময়ী, করুণাময়ী বা ভবতারিণী ইত্যাদি নানা রূপে। কিন্তু আজকাল রাজধানী দিল্লির প্রবাসী বাঙালিরা ভক্তিভরে কালীমাতার পূজায় ব্রতী হলেও, অবাঙালিদের সাথে হুজুগে মেতে উঠতে ধনদেবতা কুবেরের আরাধনায় ধনতেরাস উৎসবেও সমানভাবে সামিল হয়ে থাকেন। তবে শুধু দিল্লির প্রবাসী বাঙালিরাই এই উৎসবে মেতে ওঠেন না। বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই কলকাতায় এক মণিরত্ন এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বিশেষ ব্যবসায়িক উদ্যোগে, আজকাল কলকাতা তথা মফস্বলের বহু বাঙালি পরিবার এই বিশেষ দিনে, মা লক্ষ্মীর কৃপায় সংসারে সমৃদ্ধি বজায় রাখতে, সামর্থ্য মতো অর্থ ব্যয়ে মূল্যবান ধাতু কেনার হিড়িকে, এই ধনতেরাস উৎসব পালন করে আসছেন।

উত্তর ভারতে এই বিশেষ ধনতেরাস উৎসবের হাত ধরেই সূচনা হয় পাঁচদিনের দীপাবলি উৎসবের। জীবনের সব অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে রাখতে, এবারেও দিল্লির

রাস্তায় ঝুপড়ি থেকে অট্টালিকা, প্রায় প্রতিটি বাড়িতে, দোকানে, সর্বত্র চোখ মেললেই দেখা গেছে চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাই, আতশবাজির খেলা। শীর্ষ আদালত পরিবেশ বান্ধব উৎসবের নির্দেশ দিলেও, প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল্লি এবং সংলগ্ন অঞ্চলের বহু জায়গায়, প্রচুর পরিমাণে শব্দবাজির বিক্রি এবং তার উপদ্রব মাত্রা ছাড়িয়েছে। রাতের আকাশে ছিল শুধু ধোঁয়া, ধোঁয়া আর ধোঁয়া। ফলস্বরূপ পরিবেশ হয়েছে আরও কলুষিত।

কথিত আছে, আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত কিছু উৎসাহী বাঙালির হাত ধরে রাজধানী দিল্লি শহরে কালীপূজার সূচনা হয়। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন এই পূজা কমিটির প্রধান অধ্যক্ষ যেটা ভাবলে আজও গর্বে বুক ভরে ওঠে। সেইসময় সেন্ট্রাল দিল্লির মন্দির মার্গে কালীঘাট মন্দিরের আদলে গড়ে উঠেছিল বহুল জনপ্রিয় 'নিউ দিল্লি কালীবাড়ি।' দিল্লিতে বেশ কয়েকটি প্রাচীন এবং ছোট বড় কালীবাড়ি রয়েছে যেগুলোর মধ্যে কাশ্মীরি গেট কালীবাড়ি, দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ি, চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ি ছাড়াও পূর্বাশা কালীবাড়ি, মিন্টো রোড কালীবাড়ি, দ্বারকা কালীবাড়ি, রোহিনী কালীবাড়ি, পশ্চিম দিল্লি কালীবাড়ি, মাতৃমন্দির কালীবাড়ি, নয়ডা কালীবাড়ি এবং ময়ূহ বিহার কালীবাড়ি অন্যতম।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লির অধ্যক্ষ শ্রী তপন সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী এবং আমাদের সমস্ত কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যদের তরফ থেকে সকল সদস্য, তাদের পরিবারবর্গ এবং দিল্লিবাসীকে শুভ দীপাবলীর ও দ্বীপান্বিতা কালীপূজার অসংখ্য শুভেচ্ছা, আন্তরিক প্রীতি ও শুভকামনা রইলো। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন ও আনন্দে থাকবেন।

শোকসংবাদ

বেঙ্গল অ্যাসিয়েশনের আজীবন সদস্য এবং প্রাক্তন কার্যকরী সমিতির সদস্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী, বিমান মুখার্জী (পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের সেক্রেটারি) পরলোক গমন করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে করোলবাগ পূজা সমিতি এবং করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদের সাথে যুক্ত ছিলেন। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য এবং প্রাক্তন কার্যকরী সমিতির নির্বাচিত সদস্য, শ্রী ভাস্কর বসু রায় (ভুট্টো দা) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক

গমন করেছেন। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, রঞ্জনী সান্যালের আকস্মিক মৃত্যুতে দিল্লির রবীন্দ্রসঙ্গীত জগত একজন সুগায়িকাকে হারাল। দিল্লির সঙ্গীত জগতের এক বিরাট ক্ষতি। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ

গত ২০ অক্টোবর সকাল দশটায় বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের অতিরিক্ত সম্পাদক ডঃ তপন মুখার্জীর উদ্যোগে, সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী, শ্রী রাহুল মুখার্জী, শ্রী জয়ন্ত মিস্ত্রি (টেনি দা), শ্রী শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, শ্রী সুমন সেন এবং রাজা চট্টোপাধ্যায় এই সাতজন সদস্যের একটা গ্রুপ, অভাবী বাচ্চাদের জন্য গঠিত, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত, মদনপুর খাদার এলাকায় স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এতটুকু বাচ্চারা একমাত্র শিক্ষকের ভরসায়, এই সামান্য সুযোগ সুবিধার মধ্যেও যেভাবে শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ শিখেছে এটা দেখে উপস্থিত সকলেই খব খুশি হয়েছেন। এই স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতী সুচিত্রার সাথে আলোচনার মাধ্যমে, স্কুলের ছোট্ট শিশুদের সুব্যবস্থার কথা ভেবে এবং স্কুলের সামগ্রিক উন্নয়নে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেদিন সকালে এক সদস্য প্রত্যেকটা বাচ্চার হাতে ব্যাগ ভরে নানা উপহারসামগ্রী তুলে দিয়ে, ওনার বাবার জন্মদিন একটু অন্যভাবে পালন করে এক অনাবিল আনন্দ পেলেন। ফুলের মতো অভাবী শিশুরা প্রত্যেকেই আলাদা ব্যাগ ভর্তি উপহারসামগ্রী হাতে পাওয়ার পরে ওদের মুখগুলো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সরে এসে এমন এক মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের প্রত্যেক সদস্য এবং আমাদের শুভাকাঙ্খীদের কাছে স্কুলের উন্নয়নের জন্য, অভাবী বাচ্চাদের মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা সকলে এগিয়ে আসুন বাচ্চাদের উন্নতি প্রকল্পে আপনাদের সামর্থ অনুযায়ী অর্থ দান করুন।

গত ২২ অক্টোবর, বেঙ্গল অ্যসোশিয়েনে দিল্লির পক্ষ থেকে, মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে ‘শুভ বিজয়া’ উপলক্ষে একটি মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেদিনের অনুষ্ঠানে শিল্পী মহুয়া প্রামাণিক খুব যত্ন করে বেশ

কয়েকটি নির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে একটা আলাদা মাত্রা যোগ করেন। এরপর সাতটি অতি জনপ্রিয় আধুনিক গানের ডালি সাজিয়ে মঞ্চে আসেন মধুমিতা সরকার। উনি লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে এবং আরতি মুখার্জীর জনপ্রিয় গানের সাথে এই প্রজন্মের শিল্পী শুভমিতা এবং ইমন চক্রবর্তীর গাওয়া বিখ্যাত গানগুলো নিজের অসামান্য দক্ষতায় দর্শকের কাছে পরিবেশন করেন। এই দুই সঙ্গীতশিল্পীর সুরেলা কণ্ঠের পরে আবৃত্তি পাঠ করতে মঞ্চে আসেন অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ সৌরাংশু সিংহ। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে, দীপ্ত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটা কবিতা পাঠে সকলকে মুগ্ধ করেন। এরপর বাগেশ্বরী নৃত্য গোষ্ঠীর শিশু শিল্পীরা অসামান্য মুদ্রায় নৃত্য পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানে যন্ত্রসংগীত পরিবেশনে অর্পণ মুখার্জী সিন্থেসাইজারে এবং দীপঙ্কর দাস তবলায় সঙ্গত করেছিলেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন জাহানারা রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠান শেষে 'শুভ বিজয়া' উপলক্ষে উপস্থিত সকল দর্শকদের মিষ্টি মুখ করানো হয়েছিল।

দক্ষিণ দিল্লি বইমেলা

(দক্ষিণ দিল্লি এবং বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লির যৌথ প্রয়াস)

আপনারা সকলেই অবগত আছেন জন্মলগ্ন থেকে শুরু হয়ে দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন বহির্বঙ্গে তথা রাজধানী দিল্লি শহরে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে ব্রতী হয়ে নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিরলস ভাবে কাজ করে আসছে। রাজধানী শহর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে ভাবে অসংখ্য বাঙালি ছড়িয়ে আছেন তাদের কথা ভেবে আমাদের কার্যকলাপকে শুধুমাত্র একটা গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে আমরা কিছু নতুন চিন্তা ভাবনা করেছি। অ্যাসোসিয়েশনের কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা, নয়ডা, গুরুগ্রাম, গাজিয়াবাদ এবং ফরিদাবাদের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে মিলে মিশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের এই কর্মকান্ডকে আরও বৃহৎ আকারে ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। এই ভাবনার প্রথম ধাপ হিসাবে দিল্লির কয়েকটি পূজা কমিটি যথা নানকপুরা মোতিবাগ পূজা সমিতি, আর.কে. পুরম সেক্টর ১৮ সার্বজনীন দুর্গাপূজা সমিতি, দক্ষিণ দ্বীপ সার্বজনীন দুর্গাপূজা সমিতি, সাদিক নগর ও আর কে পুরম সেক্টর ৪ সবুজ সঙ্ঘের সহযোগিতায় বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন ও দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ির যৌথ উদ্যোগে রামকৃষ্ণ পুরমে (R.K. Puram) মালাই মন্দিরের সন্নিকটে দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়িতে এই প্রথম

বইমেলার আয়োজন করেছি।

আগামী ১১-১৩ নভেম্বর, ১৯টি বইয়ের স্টল নিয়ে এবারের বইমেলা নতুন উদ্যোগে পাঠকদের মনোরঞ্জনে প্রস্তুত। কলকাতা থেকে সুপরিচিত প্রকাশকরা যথা দে'জ পাবলিশিং, আনন্দ পাবলিশার্স, পত্রভারতী, অভিযান, সুবর্ণরেখা, গাংচিল, হাওয়াকল-শাম্ভবী, সৃষ্টিসুখ, লিরিকাল, খড়ি এবং আজকাল প্রকাশনা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বড় এবং ছোট প্রকাশনা সংস্থা তাঁদের বিপুল বইয়ের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত থাকবেন এই মেলায়। এছাড়া বেশ কয়েকটি হস্তশিল্পের স্টল সহ লোভনীয় বাঙালি খাবরের অনেকগুলো স্টল আগত দর্শকদের রসনা তৃপ্তি করবে।

১১ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যসভার সাংসদ এবং অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা অফিসার শ্রী জহর সরকার এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি মাননীয় শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী (ম্যানেজিং ডিরেক্টর, টেকনো ইন্ডিয়া) মহাশয়। শ্রী সরকার তার নিজস্ব পছন্দের বিষয় মৌলানা আজাদ এবং স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতি বিষয়ে একটি ৪০ মিনিটের বক্তব্য পেশ করবেন। এরপরে যন্ত্রসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত পরিবেশন করবেন ল্য রিদম এবং সুরসঙ্গম গোষ্ঠী।

শনিবার অর্থাৎ ১২ই নভেম্বর বেলা ১১-০১টা পর্যন্ত ক্যুইজ এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা থাকছে। দুপুর ২-৩টে সাহিত্যসভার আয়োজন করবেন কলমের সাত রঙ সাহিত্য গোষ্ঠী। বিকেল ৩-৪টে থাকছে দিল্লির বিভিন্ন কবিদের নিয়ে কবিতা পাঠের আসর। বিকেল ৪টে থেকে ৫টা 'অনুবাদে বাংলা কবিতা' শিরোনামে একটা মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন ভাস্বতী গোস্বামী, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, শর্বরী রায়, শম্পা ডি ব্যানার্জী এবং অগ্নিভ ঘোষ। সঞ্চালনায় থাকবেন পৃথা দাস। সন্ধ্যা ৭টা-৮টা দুটি শ্রুতি নাটক অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণে থাকবেন নীলাশিস ঘোষ দস্তিদার ও সুতপা ঘোষ দস্তিদার এবং দেবাশিস ব্যানার্জী ও শম্পা বসু রায়। মোতিবাগ নানকপুরা পূজা সমিতির নৃত্যানুষ্ঠানের পর থাকছে স্বরছন্দা গোষ্ঠীর সংগীতানুষ্ঠান।

রবিবার ১৩ই নভেম্বর ছোটোদের কথা মাথায় রেখে পালিত হবে শিশু দিবস। এই উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই থাকছে বসে আঁকো এবং গল্প

বলা প্রতিযোগিতা। দুপুরে নক্ষত্র নৃত্যগোষ্ঠী এবং শিঞ্জন নাট্যগোষ্ঠীর নৃত্য পরিবেশনের পরে ২টো থেকে ৩-৩০ অনুগল্প পাঠের বিষয় হিসাবে থাকছে রহস্য, রোমাঞ্চ ও ভূতের গল্প। অনধিক ৫০০ শব্দের গল্পপাঠে থাকছেন দিল্লির একঝাঁক গল্পকার। এরপর 'শহরের নাম দিল্লি' এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাক্ষাৎকার নেবেন দেবাশীষ ব্যানার্জী। বিকেল চারটেয় 'সাহিত্য এবং সাংবাদিকতা : দুই ভুবন' এই বিষয়ে আলোচনা করবেন শ্রী সমৃদ্ধ দত্ত এবং সাক্ষাৎকারে থাকবেন সুমন্ত ভৌমিক। এরপর ৫-৬টায় সাহিত্যের আলোচনা। বিষয় ঃ রম্য রচনা ও লেখক। আলোচনায় প্রফেসর মুন্সী মহম্মদ ইউনুস ও লেখক শ্রী রঞ্জন রায়। এরপর মিলনী কালচারাল এবং ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং বিকল্প গোষ্ঠীর দুটি নাটক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে।

দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সকল বইপ্রেমী এবং সংস্কৃত প্রেমী মানুষদের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ, এই তিনদিনের বইমেলায় আপনারা সকলেই আপনাদের বাড়ির ছোটদের সাথে করে নিয়ে এসে, বাংলা ভাষা সংরক্ষণে আপনাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। আশাকরি আপনাদের সাথে পাবো।

দক্ষিণ দিল্লি বইমেলাঃ অনুষ্ঠানসূচি

১১ই নভেম্বর, ২০২২ (শুক্রবার)

বিকেল ৪-৬টা	সন্ধ্যা ৬টা-৬টা৩০	সন্ধ্যা ৭টা-৭টা ২০	৭টা২০-৮টা	৮টা-৮টা৩০	৮টা৩০ থেকে
স্বকথন- ২০০০ পরবর্তী দিল্লির বাংলা কবিতা- অংশগ্রহণে ১২জন কবি ও ৩ জন বাচিক শিল্পী	সঙ্গীতানুষ্ঠানঃ পরিবেশনায় সাম্পান সঙ্গীতগোষ্ঠী	উদ্বোধনী অনুষ্ঠানঃ উপস্থিত থাকবেন অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, জহর সরকার ও সত্যম রায়চৌধুরী	বক্তৃতাঃ মৌলানা আজাদ ও স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতিঃ বক্তা- শ্রী জহর সরকার	যন্ত্রসঙ্গীতঃ পরিবেশনায় ল্য রিদম	লোকসঙ্গীতঃ পরিবেশনায়- সুরসঙ্গম

১২ই নভেম্বর ২০২২ (শনিবার)

দুপুর ১১টা-১২টা	দুপুর ১২টা-১টা	দুপুর ১টা-২টো	দুপুর ২টো-৪টে	বিকেল ৪টে-৫টা	সন্ধ্যা ৫টা-৬টা৩০
ক্যুইজ প্রতিযোগিতা	আবৃত্তি প্রতিযোগিতাঃ বিভাগ কঃ অনূর্দ্ধ দ্বিতীয় শ্রেণি, বিভাগ খঃ তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি, বিভাগ গঃ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি ও বিভাগ ঘঃ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি	সাহিত্য সভাঃ কলমের সাত রঙ	কবিতা পাঠের আসরঃ অংশগ্রহণে দিল্লির কবিরা।	অনুবাদে বাংলা কবিতাঃ আলোচনায় ভাস্বতী গোস্বামী, প্রসেনজিত দাসগুপ্ত, শবরী রায়, শম্পা ডি ব্যানার্জী ও অগ্নিভ ঘোষ। সঞ্চালনায় পৃথা দাস	কিছু কথা কিছু কবিতাঃ দিল্লির বাচিক শিল্পীরা।

সন্ধ্যা ৭টা-৭টা ৪৫	৭টা৪৫-৮টা১৫	৮টা১৫ থেকে
শ্রুতি নাটকঃ নীলাশিস ঘোষদস্তিদার ও সুতপা ঘোষদস্তিদার এবং দেবাশিস ব্যানার্জী ও শম্পা বসুরায়	ভারতবর্ষ সূর্যের এক নামঃ নৃত্যানুষ্ঠানঃ পরিবেশনায় মোতিবাগ নানকপুরা পূজা সমিতি	সঙ্গীতানুষ্ঠানঃ স্বরছন্দা

১৩ই নভেম্বর ২০২২ (রবিবার)

দুপুর ১১টা-১২টা	দুপুর ১২টা-১টা	দুপুর ১টা-১টা৩০	দুপুর ১টা৩০-২টো	দুপুর ২টো-৩টে৩০	বিকেল ৩টে৩০-৪টে	
বসে আঁকো প্রতিযোগিতাঃ বিভাগ কঃ অনূর্দ্ধ দ্বিতীয় শ্রেণি, বিভাগ খঃ তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি, বিভাগ গঃ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি ও বিভাগ ঘঃ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি	গল্প বলা প্রতিযোগিতাঃ বিভাগ কঃ অনূর্দ্ধ দ্বিতীয় শ্রেণি, বিভাগ খঃ তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি, বিভাগ গঃ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি ও বিভাগ ঘঃ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি	নৃত্যানুষ্ঠান-পরিবেশনায়- নক্ষত্র নৃত্যগোষ্ঠী- পরিচালনায়- মানসী দত্ত	বাংলার লোকনৃত্য- পরিবেশনায়- শিঞ্জন নৃত্যগোষ্ঠী, পরিচালনায় স্মিতা চক্রবর্তী	গল্পপাঠের আসরঃ বিষয়- রহস্য রোমাঞ্চ ও ভূতের গল্প। অংশগ্রহণে দিল্লির গল্পকাররা।	শহরের নাম দিল্লিঃ আলোচনায়ঃ অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাক্ষাতকারেঃ দেবাশিস ব্যানার্জী	

বিকেল ৪টে-৪টে৪৫	বিকেল ৪টে৪৫-৫টা১৫	সন্ধ্যা ৫টা১৫-৫টা৪৫	সন্ধ্যা টা-৬টা৩০	৭টা-৭টা৩০	৭টা৩০-৮টা	৮টা থেকে
সাহিত্য ও সাংবাদিকতাঃ দুই ভুবন আলোচনায় সমৃদ্ধ দত্ত, সাক্ষাতকারেঃ সুমন্ত ভৌমিক	বাংলা রম্যরচনাঃ আলোচনায়ঃ রঞ্জন রায়	ছোটদের অবনীন্দ্রনাথঃ বক্তা- মুন্সী মহম্মদ ইউনুস	নাটকঃ অবাক জলপান। পরিবেশনায় মিলনী কালচারাল ও ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন	নাটক- পরিবেশনায় বিকল্প	সমাপ্তি অনুষ্ঠান	সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান-সুরসঙ্গম

অনুষ্ঠানসূচিতে অনিবার্য কারণে পরিবর্তন হতে পারে। ছোটোদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ ৯৮১০১০১৬২০/৯৫৬০৬২৭২৫৭/৯৬৫০৪০৭১০৩

একটি বিশেষ আবেদন

আপনারা অবগত আছেন "বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন" দিল্লি এবং সংলগ্ন বাঙালিদের কাছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবরাখবর " অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ" পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু দিল্লিতে প্রায় কুড়ি লক্ষ বাঙালি বসবাস করেন এবং সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখা খুব সহজ কাজ নয়। ফলস্বরূপ দিল্লি এবং সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে বহমান সাংস্কৃতিক সংবাদ, সঠিক সময়ে আমাদের সংগ্রহে না থাকায়, আপনাদের সবার কাছে তুলে ধরা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যদি আপনারা নিজ এলাকায় সাংস্কৃতিক সংবাদ, প্রত্যেক মাসে আমাদের কাছে সযত্নে পাঠিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হবো। আমরা যথাসম্ভব সেগুলো প্রকাশ করে সবার কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবো। আপনারা এই সমস্ত সংবাদ, বাংলা হিন্দি এবং ইংরাজি এই তিনটির যে কোনো ভাষায় আমাদের কাছে ই-মেল করে (associationsangbad@gmail.com) অথবা হোয়াটস্যাপ (9810484734) এর মাধ্যমেও পাঠাতে পারেন।

আশা করি, আমাদের সকল সদস্যগণ এবং দিল্লি-সংলগ্ন এলাকার, সমস্ত সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এবং সমাজসেবা মূলক বিভিন্ন বাঙালি সংগঠন, আমাদের এই লক্ষপুরণে তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

বইমেলাটা কোথায় যেন?
(দক্ষিণ দিল্লি) কালীবাড়ির ওই মাঠে?
না-না... basement এ হবে ওটা,
থাকবে পঁচিশটি স্টল তাতে।

থাকবে কিছু hand-craft
আর শাড়ী-গয়নার স্টল,
খাবার স্টল তো sure হবেই...
চলে এস সদলবল।

বইয়ের মেলা -
obviously থাকবে মেলা বই
আমরা সবাই করবো বেদম
বই নিয়ে হৈ চৈ।

তিন দিনের এই বই মেলাতে,
থাকবে নাটক, গান আর আড্ডা...
সাহিত্য চর্চা তো হবে বটেই,
তুলে মাতৃভাষার ঝান্ডা।

১১ থেকে ১৩ তবে রইল invitation,
দক্ষিণ দিল্লি কালিবাড়ি হোক সবার destination.

Editor and Publisher Shri Prodip Ganguly
Published on behalf of Bengal Association, New Delhi.
Designed & Composed by Roma Chakraborty, C.R. Park, 9213134487